যুগান্তর

তারিখ: 01 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবি ভিসি অপসারণ আন্দোলনে শিক্ষক সমিতির প্রতারণার অভিযোগ

জাহিদ সুলতান লিখন, জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির চলমান ভিসি অপসারণ আন্দোলনে প্রতারণার নানা অভিযোগ উঠেছে। ৬ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগের বিষয়টি ওইদিন রাতেই সেই শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রলীগের সমঝোতা হয়। এরপরও শিক্ষক সমিতির কিছু নেতার উস্কানিতে আন্দোলন এখন ভিসি অপসারণের এক দফা দাবিতে পরিণত হয়েছে এবং আন্দোলনকারীরা কর্মবিরতি পালন করছেন। এছাড়া শিক্ষক সমিতির 'আন্দোলন কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি'তে সম্মতি না নিয়েই কিছু শিক্ষকের নাম ব্যবহার করে আন্দোলনের সমর্থনে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে বলে একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন। আবার অনেক শিক্ষক কর্মবিরতির কথা বলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকই ক্লাস নিচ্ছেন। এভাবে নানা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে একটি ছোট ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে ভিসির পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষক সমিতির অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নৈতিক সমর্থন হারিয়ে ফেলেছে এ আন্দোলন। বেশিরভাগ বিভাগে কয়েকদিন ধরে ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না, কার্যত অচল হয়ে পড়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। দর্শন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষা মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সর্বাত্মক কর্মবিরতির কারণে তা অনুষ্ঠিত হয়নি। এসব কারণে শিক্ষক সমিতির চলমান আন্দোলনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেক শিক্ষক। মঙ্গলবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার এলাকায় গাছতলায় ক্লাস নিয়েছেন অনেকে। এ বিষয়ে দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাইহান রাইন যুগান্তরকে বলেন, 'ক্লাসরুমে তালা দেয়া দখলদারিত্বের রাজনীতির অংশ। শিক্ষক হিসেবে আমি ক্লাসরুমে তালা দেয়ার বিষয়টি সমর্থন করি না।' এছাড়া তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'আমাকে না জানিয়ে এ আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটিতে আমার নাম দেয়া হয়েছে অথচ আমি কিছুই জানি না যেটা আরও বেশি অন্যায়'।

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. অজিত কুমার মজুমদার বলেন, কোন শিক্ষকই শিক্ষক সমিতির বাইরে নয় তাই তাদের নাম দেয়া হয়েছে। ক্লাসরুমে তালা দেয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষক সমিতি কোন ক্লাসরুমে তালা দেয়নি'।

এদিকে শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগে অভিযুক্ত জাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেল যুগান্তরকে বলেন, ঘটনার দিন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক নুরুল আমিনের সঙ্গে আমার ভুল বোঝাবুঝি হয়, তখন প্রক্টরিয়াল টিমও সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি সেদিন রাতেই ব্যক্তিগতভাবে ওনার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি সমাধান করি। কিন্তু চলমান আন্দোলন ওই শিক্ষক এবং আমার উভয়ের জন্যই বিব্রতকর। অন্যদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমান পরিস্থিতি সামলাতে ভিসি মঙ্গলবার শিক্ষক সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এদিকে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য আগামী শনিবার শিক্ষক সমিতি সাধারণ সভা আহ্বান করেছে।